

প্রশ্ন : ইতিহাসের সঙ্গে মিউজিয়ামের সম্পর্ক আলোচনা কর। ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ (৫)
 উত্তর : মানবজীবনে সংস্কৃতি ও রীতিনীতি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে মিউজিয়ামের ভূমিকা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। মিউজিয়াম বা জাদুঘর হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, লোক-সংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী সংরক্ষণের পর এগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কোনো দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত সম্পর্কে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মিউজিয়াম এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে মিউজিয়াম সংস্কৃতি প্রায় প্রতিটি দেশেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে এক বা একাধিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণভাবে ধরা হয়, মিউজিয়ামের ভূমিকা হল অতীত নিদর্শন সংগ্রহ করা, যেগুলি মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মিউজিয়াম এই ধরনের পুরাবস্তুর নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করে মানব ইতিহাসের গঠনে ও পুনর্গঠনে এভাবে একটি মহান অবদান রাখে।

আধুনিককালে মিউজিয়াম পরিচালনা ও নিদর্শন সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনসাধারণের চাহিদা ও জনসাধারণের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কটির উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। জাতীয়তাবাদের যুগ অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ইতিহাস রচনার যুগে ইতিহাস যেমন প্রবেশ করেছে, তেমনি এর পাশাপাশি দেশ তথা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি মানবসভ্যতা ও আনন্দের ধারাবাহিক বিকাশের উপর মিউজিয়ামের কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বিবর্তনের পথ ধরে আদিম মানুষ কিভাবে ডারউইনীয় সংগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে মিউজিয়াম সেসম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা গড়ে তোলে। শুধু জৈবিক বিবর্তন নয়, মানব সভ্যতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্পর্কেও মিউজিয়াম আলোকপাত করে। একথা ঠিক, এশিয়া ও তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে মিউজিয়ামগুলিকে কখনো কখনো বিশেষ ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের সমর্থনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়। তাসত্ত্বেও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠানটি যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হলে এটি হয়ে ওঠে সংহতি, বিবর্তন ও সমাজ সম্পর্কিত তথ্যের মহাভান্ডার—একটি আকরের মূল্যবান খনি।

মিউজিয়ামে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। যেগুলি মানব সভ্যতার অতীত সম্পর্কে বিবিধ রূপের জ্ঞান বিতরণ করে। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপত্য, প্রাপ্ত শিলালেখ, মুদ্রা, শিল্পকর্ম প্রভৃতি মিউজিয়ামে এনে সংরক্ষণ করা হয়। এগুলির উপর আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ যেমন—হাড়, কঙ্কাল, মাথার খুলি, দেহাবশেষ, ডাইনোসরের হাড় ও জীবাশ্ম প্রভৃতি অনেক মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলির উপর গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসের নানা পর্ব সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য লাভ করা সম্ভব। উৎসাহী দর্শক, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণকে মিউজিয়াম প্রতিনিয়ত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। মিউজিয়ামে

সংরক্ষিত পুথি ও লিপ্যন্তর থেকে প্রাচীন ইতিহাসের বহু তথ্য জানা যায়। প্রসঙ্গত, মিশরীয় লিপি, প্রাচীন লিপি, হরম্মার লিপিগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন লেখগুলি বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণার মধ্যে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের কোনো দেশের ইতিহাস সাম্প্রতিককালে অনেকটাই জানা সম্ভব হয়েছে। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগ নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে এমন বহু পুরাবস্তুর নিদর্শন মিউজিয়ামগুলিতে সংরক্ষিত আছে। মিউজিয়ামে সংরক্ষণ ও সংগ্রহের কাজ একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। ইতিহাসও